# কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংসহ অন্যান্য উইংয়ের (০১.০১.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১৩ পর্যন্ত) অর্জন

**খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ**

- ডিএই'র তথ্যমতে খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভূট্রা) উৎপাদন ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে যথাক্রমেঃ ৩৩৩.০৩, ৩৪৫.৯৬, ৩৬০.৬৫, ৩৬৮.৩৯ ও ৩৭২.৬৬ লক্ষ মে. টন। এর মধ্যে চাল, গম ও ভূট্রা উৎপাদন হয় যথাক্রমেঃ ৩১৩.১৭, ৩২২.৫৭, ৩৩৫.৪১, ৩৩৮.৯০. ৩৩৮.৩৩ ও ৮.৪৯, ৯.৬৯, ৯.৭২, ৯.৯৫, ১২.৫৫ এবং ১১.৩৭, ১৩.৭০, ১৫.৫২, ১৯.৫৪, ২১.৭৮ লক্ষ মে. টন।
- আলু উৎপাদন ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে যথাক্রমেঃ ৬৭.৪৬, ৮৪.০০, ৮৩.২৬, ৮২.০৫ ও ৮৬.০৩ লক্ষ মেঃ টন।
- শাকসজির উৎপাদন ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সালে যথাক্রমেঃ ১০৬.২২, ১০৮.৬৯, ১১১.৯৪ ও ১২৫.৮০ লক্ষ  মেঃ টন।
- তেল ফসলের উৎপাদন ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে যথাক্রমেঃ ৮.৪, ৭.৯, ৮.৪০, ৮.৪৪ ও ৮.৯৪ লক্ষ মেঃ টন।
- ডাল ফসলের উৎপাদন ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে যথাক্রমেঃ ৫.৮৪, ৬.৪৭, ৭.১৬, ৬.৬৫ ও ৭.৬৭ লক্ষ মেঃ টন।
- মসলা উৎপাদন ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও  ২০১১-১২ সালে যথাক্রমেঃ ১৬.৬৬, ২২.৯৩, ২৫.৭১ ও ২৯.৬৫ লক্ষ  মেঃ টন।
- অর্থাৎ ২০০৮-০৯ সালের তুলনায় ২০১২-১৩ সালে দানাশস্য (খাদ্য) ছাড়াও অন্যান্য শস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

**মানসম্মত বীজ সরবরাহ ঃ**

- ডিএই'র প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩  সালে সরবরাহকৃত ধান বীজ যথাক্রমে ৫৮১৪২, ৬২৭৫৮, ৬৫৬১৬ ও ৬৪৫৮৩ মেঃ টন; গম বীজ যথাক্রমে ১০৭৩০, ১২৩৭৭, ১২৪১৮ ও ১২৫৩৬ মেঃ টন; পাট বীজ যথাক্রমে ৭০.০০, ১২৭.০০, ১৬৭.০০ ও ১৬৩.০০ মেঃ টন; তৈল বীজ ৫৩০, ৫৫৫, ১১৩০ ও ৯৯৭ মেঃ টন; ডাল বীজ ১১৫০, ১৩০৩, ২৪৪৩ ও ১৬৬৫ মেঃ টন এবং পেঁয়াজ বীজ ১৫, ১৬, ১৬.৫ ও ১৮ মেঃ টন। বর্তমানে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য ডিএই'র অধীনে  উক্ত দুটি প্রকল্প (১) চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচি এবং (২) চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পিঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচি হিসেবে চালু রয়েছে যার মাধ্যমে (২০১২-১৩) মৌসুমে আউশ ধানের ২৪০০টি, আমন ধানের ৩৬৬০টি, মুগ ফসলের ৩০০০টি ও তিল ফসলের ৬০০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত  হচ্ছে।
- এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রণোদনা সহায়তায় এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকদেরকে বিনামূল্যে মানসম্পন্ন বীজ প্রদান করা হয় এবং প্রদর্শনী ক্ষেতে উৎপাদিত মানসম্পন্ন বীজ বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

**সুষম সার ব্যবহার ঃ**

- কৃষকগণ যাতে অনুমোদিত মাত্রায় সার ব্যবহার করতে পারে এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সারের খুচরা মূল্য ৩ দফায় কমিয়ে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের বাজার মূল্য কেজি প্রতি যথাক্রমে ২২ টাকা, ১৫ টাকা এবং ২৭ টাকা।
- ২০০৮-২০০৯ সালে ২৫.৩৩ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া ও ২.৬১ লক্ষ মেঃ টন নন-ইউরিয়া (টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি); ২০০৯-২০১০ সালে ২৪.০৪ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া ও ৮.১৯ লক্ষ মেঃ টন নন-ইউরিয়া; ২০১০-২০১১ সালে ২৬.৫৭ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া ও ১৪.৪৫ লক্ষ মেঃ টন নন-ইউরিয়া এবং ২০১১-২০১২ সালে ২২.৯৩ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া ও ১৭.০০ লক্ষ মেঃ টন নন-ইউরিয়া  সার কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, নন-ইউরিয়া সারের ব্যবহার কৃষক পর্যায়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মাটির উর্বরতা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

## জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার ঃ

- মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে ''মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার কর্মসূচি" শীর্ষক একটি কর্মসূচি (২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৬০টি জেলার ৩০০টি উপজেলায় ১৮০০টি ব্লকে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া হাওরাঞ্চলে ধৈঞ্চা চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি নামে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে ধৈঞ্চা চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

## সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ

- সেচ ব্যবস্থাপনা উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান কৌশল। সেচ যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সম্পূরক সেচের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-০৯ , ২০০৯-১০ , ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সালে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমেঃ ৫১.২৬, ৫২.১৭, ৫২.৬৩ ও ৫৩.৪২ লক্ষ হেক্টর।
- ২০০৯-২০১০ সালে বোরো মৌসুমে ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের সর্বমোট ৭০৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮০০ টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।
- বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্রের ক্ষেত্রে সরকার বিদ্যুৎ বিলে ২০% রিবেট প্রদান করছে।
- সেচের পানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনো [Alternate Wetting and Drying (AWD)] প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনো [Alternate Wetting and Drying (AWD)] প্রযুক্তির ২১০টি ব্লক প্রদর্শনী দেশের ২৫টি জেলার ১২০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং উপযুক্তস্থানে রাবার ড্যাম নির্মান করা হচ্ছে। তাছাড়া খাল খনন ও পুনঃ খননের কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- সেচ কাজে রাত ১১-০০ টা থেকে ভোর ৬-০০ টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

## আউশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা ঃ

- বোরো (২০০৯-১০) মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে হাওড় এলাকার বোরো উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য হাওড় অঞ্চলসহ সারা দেশে উফশী আউশ (২০১০-১১) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫১টি জেলায় ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮১১ জন কৃষক পরিবারকে প্রতি পরিবারে ১ বিঘা উফশী আউশ ধান আবাদের জন্য সার সহায়তা হিসেবে বিনামূল্যে ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমে প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
- ২০১০-১১ আউশ মৌসুমে ৫১ টি জেলায় আউশ ধান আবাদের জন্য ৫,৩৭,৪৭৭ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ১ বিঘা করে মোট ৫,৩৭,৪৭৭ বিঘা উফশী আউশ ধান আবাদের জন্য বিনামূল্যে রাসয়নিক সার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফলে আউশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- খরিফ-১/২০১২ মৌসুমে বোনা আউশ (নেরিকা) ও উফশী আউশ ধান চাষাবাদে সহায়তার জন্য বোনা আউশ (নেরিকা) আবাদে ৩০ টি জেলার ৫৬,২৫০জন ও উফশী আউশ ধান চাষাবাদে ৫৬ টি জেলার ৩,০৮.৯৫৬ জন কৃষককে ১ বিঘা আবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসয়নিক সার প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
- খরিফ-১/২০১৩ মৌসুমে উফশী আউশ ধান ও বোনা আউশ ধান (নেরিকা) চাষে প্রণোদনার লক্ষ্যে বোনা আউশ (নেরিকা) আবাদে ১৮ টি জেলার ৭,০০০জন ও উফশী আউশ ধান চাষাবাদে ৪৭ টি জেলার ৩,২৫,৫০০ জন কৃষককে ১ বিঘা করে মোট ৩,৩২,৫০০ বিঘা উফশী আউশ ধান ও বোনা আউশ ধান (নেরিকা) আবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসয়নিক সার প্রদান করা হয়। তাছাড়া এ কর্মসূচিতে সেচ ও আগাছা দমনে কৃষি উপকরণ কার্ডের মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য এ কার্যক্রমে ৪৩০৮.৯২৫ লক্ষ (তেতাল্লিশ কোটি আট লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচ শত) টাকা মজ্ঞুরী প্রদান করা হয়েছে।

## ভূট্টা প্রনোদনা ঃ

- গত ২০১১-১২ রবি মৌসুমে ভূট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬.৫০ কোটি টাকার প্রনোদনা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় দেশের ১১টি জেলায় ৫০০০০ কৃষকদের প্রত্যেককে ১ বিঘা জমিতে চাষের জন্য বিনা মূল্যে ৩ কেজি ভূট্টা বীজ, ২৫ কেজি ডিএপি ও ২৫ কেজি এমওপি সার সরবরাহ করা হয়েছে ।

## হাওরাঞ্চলের পাঁচটি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত বোরো চাষীদের সহায়তা কর্মসূচি ঃ

- বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে হাওরাঞ্চলের নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কৃষককে রবি/২০১০-১১ মৌসুমে উফশী বা আধুনিক জাতের বোরো ফসল চাষাবাদে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতি কৃষককে ১০ কেজি উফশী বোরো বীজ / ২কেজি হাইব্রিড বীজ , ২৫ কেজি ইউরিয়া, ১২.৫ কেজি টিএসপি ও ১২.৫ কেজি এমওপি সার অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য এ কার্যক্রমে ৪৮৪৯.০৮ লক্ষ (আটচল্লিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ আট হাজার) টাকা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।

## কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ঃ

- খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২৫% ভর্তুকি মূল্য প্রথম বারের মত দেশের ৩৫ টি জেলার ৩০৪ টি উপজেলায় চালু ছিল। এতে কৃষকগণ স্বল্পমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পেরেছেন।
- এ প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার টিলার ৩৪,৬৯১টি, কম্বাইন হারভেষ্টার ৬টি, হ্যান্ড রিপার ২২টি, পাওয়ার থ্রেসার ১৮২১টি, মেইজ শেলার ২টি, ট্রাক্টর ১২৮২টি, স্প্রেয়ার (ন্যাপস্যাক) ৫০০টি কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের-২য় পর্যায় শীর্ষক একটি প্রকল্প বর্তমানে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে সরকার - পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থ্রেসার, কম্বাইন হারভেষ্টার (বড়), কম্বাইন হারভেষ্টার (মাঝারি), রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার, ফুট পাম্প ইত্যাদি যন্ত্রের উপর ২৫% হারে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখবেন। তবে কম্বাইন হারভেষ্টারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভর্তূকি হবে ২.৫০ লক্ষ টাকা।

## কৃষি পুনর্বাসন ঃ

- কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-২০০৯ সনে ২৭৪৬.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং ২০০৯-২০১০ সালে ৩২১৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।
- বন্যাপ্রবণ এলাকার আশেপাশে বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিএডিসি, ডিএই ও ব্রি, বারি ফার্মে ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-২০১১ সালে ১০০ একর করে নাবীতে রোপন উপযোগী নাবী রোপা আমন ধানের বীজ তলা তৈরী করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে চারা বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রতি বছর প্রায় ২০০০ একর জমিতে রোপা আমন ধান চাষ করা সম্ভব হয়েছে।
- খরিফ-২/২০১২-১৩ মৌসুমে দেশের ৬ টি জেলায় (জামালপুর, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ) অতিবৃষ্টি/ উজান খেকে নেমে আসা প্লাবনে ও নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ৬৮০.৮১ লক্ষ (ছয় কোটি আশি লক্ষ একাশি হাজার) টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে সর্বমোট ৭৮০১১ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে সরিষা/গম/ভূট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

## ঘুর্ণিঝড় মহাসেনের কারণে সহায়তা ঃ

- ঘুর্ণিঝড় মহাসেনের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ দেশের ৪টি জেলায় (পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা ও বরিশাল) চলতি খরিফ-২/২০১৪ মৌসুমে উফশী আমন চাষাবাদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক প্রতি কৃষক পরিবারকে সর্বোচ্চ ১ বিঘা জমির বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য সর্বমোট ২৩৪৯২৫ বিঘা জমির জন্য (বিঘা প্রতি ৫ কেজি বীজ) বিনামূল্যে বীজ বিতরনের নিমিত্তে ২৩৪৯২৫ টি কৃষক পরিবারকে ৩৯৯.৫৭২৫ লক্ষ (তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

## কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ ও কৃষকের ব্যাংক হিসাব ঃ

- কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে কৃষক পরিচিতি স্বরূপ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৫৬ টি। সরকারের বিশেষ সুবিধায় মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলার সংখ্যা ৯৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬০৬ টি। ফসল উৎপাদনে ঋণ, উপকরণ সহায়তা প্রাপ্তিতে কৃষকগণ এই কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

**ক্রপ জোনিং পদক্ষেপ ঃ**

- বিশেষ এলাকায় বিশেষ বিশেষ শস্য উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের তথ্যের ভিত্তিতে ১৫টি নির্বাচিত শস্যের জন্য ক্রপ জোনিং ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে। অন্যান্য আরও শস্যের জন্য ক্রপ জোনিং ম্যাপ তৈরীর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা কাউন্সিলের সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করছে।

**পাট ও পাট বীজ উৎপাদন ঃ**

- ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে দেশে মোট পাট উৎপাদন হয়েছিল যথাক্রমে ৪৯.৭০, ৪৯.৩৯, ৮৪.৬০, ৮০.০৩ ও ৭৬.১০৬ লক্ষ বেল।
- মানসম্মত পাট বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে ডিএই'র ''চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৮-২০০৯ সালে ৭০ মেঃ টন পাট বীজ; ২০০৯-২০১০ সালে ১২৭ মেঃ টন; ২০১০-১১ সালে ১৬৭ মেঃটন এবং ২০১১-১২ সালে ১৬৩ মেঃটন পাট বীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
- পাট মৌসুমে (২০১০-১১) পাট আঁশের মান উন্নয়ন ও চাষীদের সহায়তার লক্ষ্যে ২৯ টি জেলায় ১৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬ শত পাট চাষীকে ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খুলে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে জনপ্রতি ২০০ টাকা হারে সহায়তাসহ প্রতি ১০০ জনের জন্য ১ টি করে সর্বমোট ১৫ হাজার ৩৯৬ টি রিবনার সরবরাহ এবং কৃষকদের রিবন রেটিং পদ্ধতির ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে সরকারের সর্বমোট ৩৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বর্তমানে রিবনারগুলো চাষী পর্যায়ে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ**

- এ লক্ষ্যে ডিএই'র অধীনে দুটি প্রকল্প - (১) ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক-ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার প্রকল্প ও (২) ইমারজেন্সী-২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী অ্যান্ড রিস্টোরেশন প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক-ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার প্রকল্পের অধীনে এযাবৎ ৮টি জেলার ১৬টি উপজেলায় ৫৭০টি ভাসমান সব্জির ধাপ তৈরী করা হয়েছে।

**গুটি ইউরিয়া ব্যবহার ঃ**

- গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ইউরিয়া সাশ্রয়ের পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়। বোরো ফসল আবাদে ২০০৯-২০১০ সালে ৪২৪০১৪ হেক্টর জমিতে ৬৫৭২২ মে. টন; ২০১০-২০১১ সালে ৬০৭৭৯৭ হেক্টর জমিতে ৯৪২০৯ মে. টন এবং ২০১১-২০১২ সালে ৮০৬৬০০ হেক্টর জমিতে ১২৫০২৩ মে. টন গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

**কৃষি বিপণন ঃ**

- কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প (এনসিডিপি) প্রকল্পের আওতায় বাজার স্থাপনা তৈরী, পরিবহণ ভ্যান সরবরাহ এবং ক্রেতা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষকদের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্প সমাপ্তির (২০০৯) পর এর ধারাবাহিকতায় ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি-২য় পর্যায়) নামে নতুন একটি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে।

**পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচী জনপ্রিয়করণ ঃ**

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপণা ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপণা প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিএম কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপণ এবং ঐ সব স্কুলের সদস্যগণের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

**উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম এবং উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানী ও রপ্তানী ঃ**

- বহিরাগত পোকা-মাকড় ও রোগবালাই প্রতিরোধের জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬ টি সংগনিরোধ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয়েছে। ''উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১" যুগোপযোগী হওয়ায় সংগনিরোধ কার্যক্রম সহজ হয়েছে। তবে উক্ত আইনের আওতায় রুলস প্রণয়নের কাজ এখনও চলছে। ইতোমধ্যে সংগনিরোধ কেন্দ্রে পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে ১০টি এবং এ

যাবৎ ফসলের Pest Risk Analysis (PRA) সম্পন্ন করা হয়েছে ৩টি ও সংগনিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ল্যাবরেটরী টেস্ট করা হয়েছে ৫০০০টি।

- যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ৭৯ লক্ষ মে. টন উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানী হয়েছিল সেখানে ২০১২-১৩ সনে ৭২ লক্ষ মে. টন উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানী হয়েছে অর্থাৎ বর্তমানে ৭ লাখ মে. টন উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্যের আমদানী কমেছে। অপরদিকে যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ৬.৬ লক্ষ মে. টন উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানী হয়েছিল সেখানে ২০১২-১৩ সনে ১০.৩৮ লক্ষ মে. টন উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানী হয়েছে অর্থাৎ বর্তমানে ৩.৮৮ লাখ মে. টন উদ্ভিদ/উদ্ভিদজাত পণ্যের রপ্তানী বেড়েছে।

**ফল-সব্জীর চারা/কলম/বীজ উৎপাদন ঃ**

- দেশে বিভিন্ন ফল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ''সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া, ডিএই'র খাদ্য শস্য উইং এর আওতায় দেশের ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টার থেকে কলম/চারা/বীজ উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- সারা বছর ব্যাপি ফল প্রাপ্তি ও সরবরাহে বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদনের/সম্প্রসারণের কাজ চলছে। আগাম জাতের আম, যেমন- বৈশাখী, গোপাল ভোগ, বারি-৭ জাতের চাষ সম্প্রসারণ ও নাবি জাতের আম যেমন- বারি আম-৪, মানসম্পন্ন আশ্বিনা এবং সম্প্রতি সংযোজিত অত্যন্ত নাবি গৌরমতি সম্প্রসারণের কাজ চলছে। প্রচলিত এবং অপ্রচলিত সকল প্রকার আমের পরিচর্যার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নতুন সম্ভাবনাময় বিদেশী ফলের মধ্যে ড্রাগন ফল, এ্যাভোকাডো চাষাবাদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও চায়না থেকে সম্প্রতি সংগ্রহকৃত বিভিন্ন ফলের মানসম্পন্ন উন্নত জাত সমুহ Introduction করার কার্যক্রম চলছে।
- দেশীয় বিভিন্ন অপ্রচলিত ফল ক্লাস্টার ভিত্তিতে বসতবাড়িতে ও বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে প্রায় ৩০০০ টি বাণিজ্যিক ফল বাগান এবং প্রায় ২৪০০০ টি বসতবাড়ী ফল বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- তাছাড়া ''সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়" থেকে বিভিন্ন রং এর চেরী টমেটোসহ নতুন ধরনের সবজী ও মসলা বসতবাড়ীতে চাষাবাদের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- খাদ্য শস্য উইং এর মাধ্যমে বর্তমান সরকারের সাড়ে চার বছর মেয়াদে চারা/কলম উৎপাদন করা হয়েছে ১৭৫৭৯৮৫০টি, সব্জী চারা উৎপাদন করা হয়েছে ৬১৩৮৯২১টি, ফল ও সব্জীর বীজ উৎপাদন ১৩১৯৩ কেজি, গবেষণা প্রতিষ্টান কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফলের জাত সংগ্রহ করে ভিত্তি মাতৃগাছ সৃষ্টি ৮৬১২ টি, বসত বাড়িতে ফলবাগান স্থাপন ৩৬৯৭ টি, বানিজ্যিক ফলবাগান স্থাপন ৮৫১টি, মাশরুম পল্লী স্থাপন ৭৬টি এবং ফলদ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে ৪৯৬৭৫৬৬৪ টি।

**কমলা ও লেবু জাতীয় ফল বাগান স্থাপন ঃ**

- এ যাবৎ কমলা বাগান স্থাপন করা হয়েছে ১৩৭৬টি এবং বসতবাড়িতে কমলা বাগান স্থাপন করা হয়েছে ২১৩৪০টি।
- এ যাবৎ লেবু জাতীয় ফল বাগান স্থাপন করা হয়েছে ৪০টি এবং বসতবাড়িতে লেবু জাতীয় ফল বাগান স্থাপন করা হয়েছে ৬০০ টি।

**তথ্য- প্রযুক্তির প্রসার ঃ**

- সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচীর আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বিভিন্ন ধরনের আইসিটি ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ১৫০(একশত পঞ্চাশ)টি কম্পিউটারকে সংযুক্ত করে উচ্চ গতির লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত LAN এর সাথে উচ্চ গতির ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়কে উচ্চগতির WiFi Network এর আওতায় আনা হয়েছে।
- একটি ডাইনামিক বাইলিংগুয়াল ওয়েব পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে। এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট সমূহ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাছাড়া জরুরী তথ্য সরবরাহের জন্য এই ওয়েব পোর্টালে একটি এসএমএস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহের সাথে ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সকল অফিস সমূহে ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়েছে।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহে ১০৪৩টি কম্পিউটার, ৩০০টি ল্যাপটপ, ১০৪৩টি প্রিন্টার, ৩০০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ৪৫০টি মডেম সরবরাহ করা হয়েছে।

**"ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার" হিসাবে "কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক)" স্থাপন ও কৃষি সেবা শক্তিশালীকরণ ঃ**

- ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্টের (এনএটিপি) অধীনে এযাবত ৭২৭টি "কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক)" স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল ও ছোট ছোট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে সেন্টারগুলোকে শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। সেখানে সার্বক্ষনিক কৃষি সেবা (ফসল, মৎস্য ও পশুপালন) প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- প্রকল্পভুক্ত ১২০ টি উপজেলার ১৩৪৫ টি ইউনিয়নে প্রতিটিতে ১০টি হিসাবে মোট ১৩.৪৫০টি কৃষক দল (CIG) গঠনের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রিকৃত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রকল্পভুক্ত ১২০ টি উপজেলায় এবং ১৫ টি জেলায় সংযোগসহ ইন্টারনেট মডেম এবং কম্পিউটার সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি সকলের জন্য উন্মুক্ত করণ (Digitalization) করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি)-ডিএই অংগের অধীনে এম.এস পর্যায়ে বৃত্তি প্রাপ্ত ১৫ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতোমধ্যে এম এস ডিগ্রী অর্জন করেছেন। পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথম পর্যায়ে বৃত্তি প্রাপ্ত ১০ জন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত রয়েছেন। পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত ২য় পর্যায়ে বৃত্তি প্রাপ্ত ১৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে- (ক) মোট ১২ জন কর্মকর্তা প্রেষণাদেশ পেয়েছেন; (খ) ১ জন কর্মকর্তা প্রেষণাদেশ এবং ২ জন কর্মকর্তার ভর্তির অনুমতির বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**উচ্চ মূল্য ফসলে রেয়াতি হারে ঋণ প্রদান ঃ**

- উচ্চ মূল্য ফসলের (ডাল, তৈল, মসলাজাতীয় ফসল) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৪% রেয়াতি হার সুদে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া মাটি ও আবহাওয়ার উপযুক্ততা বিবেচনাপূর্বক উচ্চ মূল্য ফসলঃ (High value crop) মাশরুম, টমেটো (গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন), সীমসহ বিভিন্ন সব্জী ও ফল বাগান সৃজনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

**খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা ঃ**

- কৃষি প্রকৌশল প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পটি দেশের ৫৬টি জেলার ১১২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় ২২৪ টি ভূ-গর্ভস্থ পাইপ সেচ (Baried pipe), ৬৯২টি প্রি-কাস্ট পাকা নালা, ১৪৬৩টি উন্নত কাঁচা নালা, ১৬৪৬টি ড্রিপসেচ, ২৩২৫টি হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ২৮টি স্প্রিংকলার সেচ ও ৫টি গভীর নলকুপের বহুবিধ ব্যবহার প্রদশর্ণী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় বাছাইকৃত খাল ও জলাধার পুনঃখননে মোট ২১৯৭১৭১ ঘনমিটার খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় বাছাইকৃত ও স্থানীয় চাহিদার আলোকে বিদ্যমান নিস্কাশন খাল/নালা খনন করে জলাবদ্ধ পানি নির্গমন করার ব্যবস্থা আছে। প্রকল্প এলাকায় মোট ৫৯২৫৪ রানিং মিটার নিস্কাশন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- কৃষকদেরকে উদ্বুদ্দকরনের মাধ্যমে এই সমস্ত উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রকল্প এলাকায় ব্যবহারের ফলে প্রকল্প এলাকায় ২৫% সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩০% সেচ খরচ কমেছে এবং ১৫% উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

**রাবার ড্যাম নির্মান ঃ**

- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভ্যবনাময় ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে এ যাবৎ ৬ টি রাবার ড্যাম নির্মান করা হয়েছে। বাকী ৬টি রাবার ড্যাম নির্মানের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

**জনবল**

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবলের তথ্য নিম্নরূপঃ-

| অনুমোদিত পদ | নিয়োজিত | শূন্য | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ম-২১৬৪ | ১৫০৯ | ৬৫৫ | |
| ২য়-৫৫৪ | ৫৩০ | ২৪ | |
| ৩য়-১৬৫৯৫ | ১৪১৫৪ | ২৪৪১ | |
| ৪র্থ-৪৯৬১ | ৪০৬৬ | ৮৯৫ | |
| মোট = ২৪২৭৪ | ২০২৫৯ | ৪০১৫ | |

- বর্তমান সরকারের মেয়াদে আরোও শূন্য পদ পুরনের পরিকল্পনা আছে।

বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্যঃ-

| ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | মোট |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪৮২ | - | ২৩০০ | ৭৪৩ | ৩৫২৫ |

## কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নকৃত উন্নয়ন প্রকল্পে বছরভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

( লক্ষ টাকায়)

| অর্থ বছর | বাস্তবায়নকৃত মোট প্রকল্প সংখ্যা | আরএডিপি বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | শতকরা ব্যয় |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০০৮-০৯ | ২৪ | ১৭৫৯৫.০০ | ১৫৬৬৯.৩৪ | ৮৯% |
| ২০০৯-১০ | ২৪ | ১৯৪৬৩.০০ | ১৮২৯২.২০ | ৯৩.৯৮% |
| ২০১০-১১ | ২৩ | ২৪৮২২.০০ | ২৩৯২১.৩৭ | ৯৬.৩৭% |
| ২০১১-১২ | ২৬ | ২৮৬১৫.০০ | ২৭৩৩৭.৬১ | ৯৫.৫৪% |
| ২০১২-১৩ | ২৩ | ২৬৯৩৪.০০ | ২৬২৫৬.৬১ | ৯৭.৪৯% |

- এসসিডিপি এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ৬৭টি (১৭+৫০) ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিতরন করা হয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ১০৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৭টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

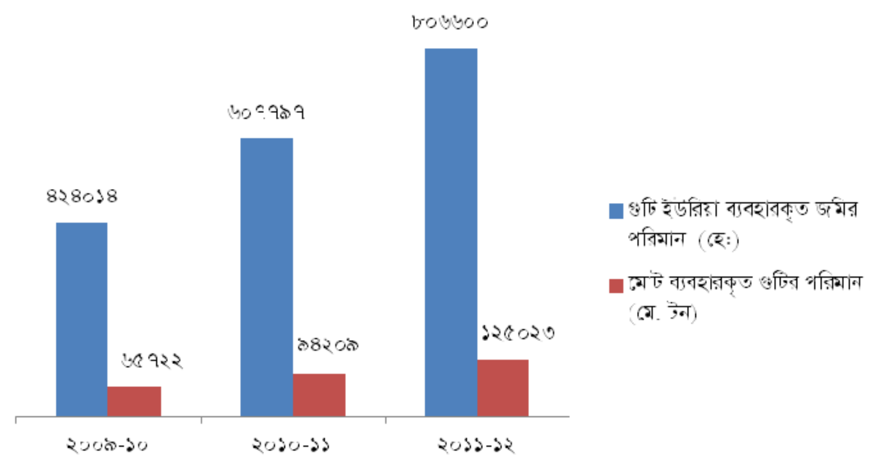


চিত্র: বিগত বছরসমূহে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার

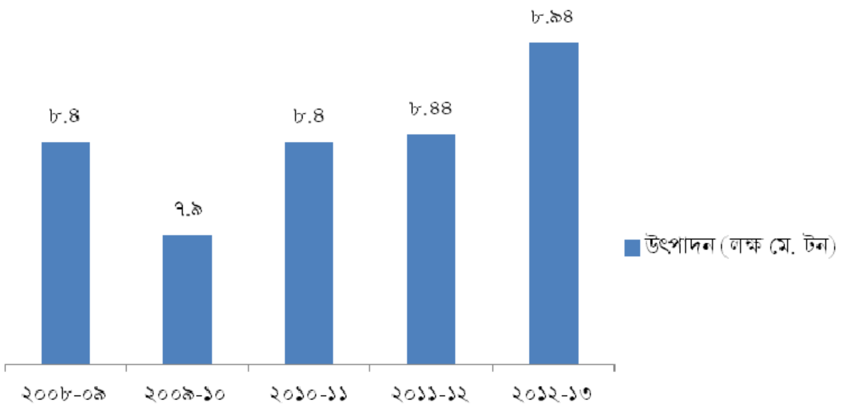


চিত্র: তেল ফসল উৎপাদন

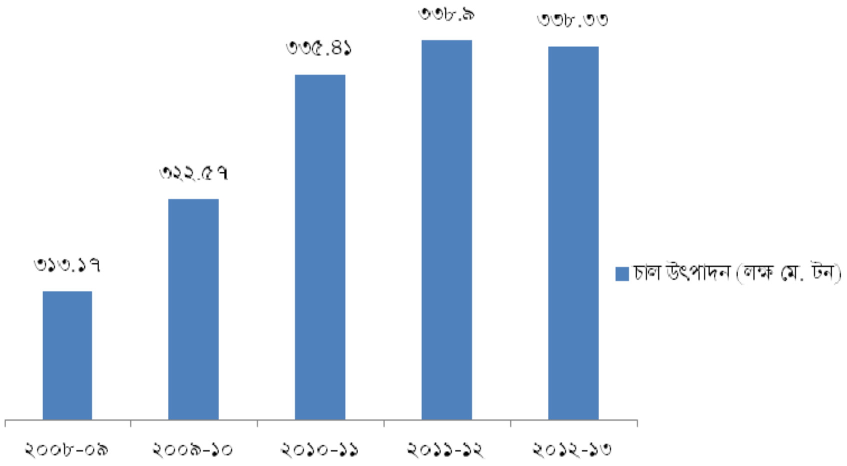


চিত্র: বিগত বছরসমূহে চাল উৎপাদন

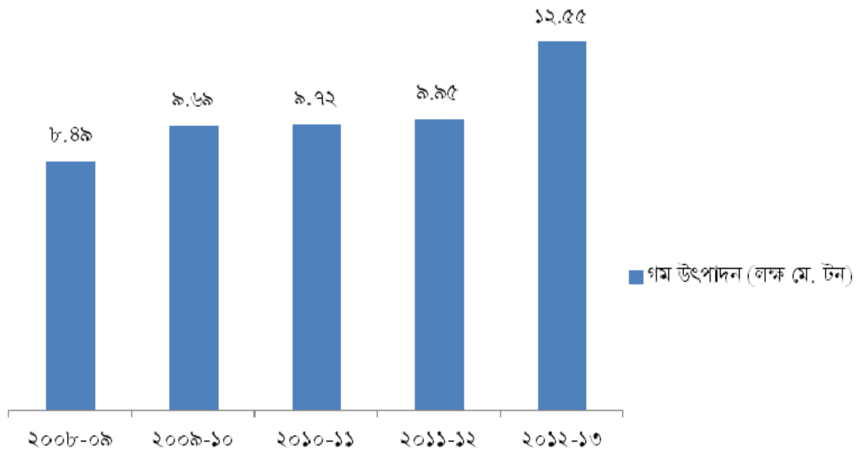


চিত্র: বিগত বছরসমূহে গম উৎপাদন

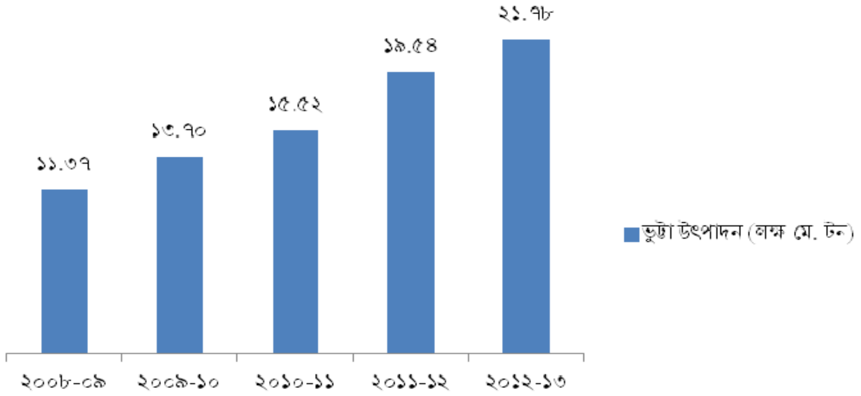


চিত্র: বিগত বছরসমূহে ভুট্টা উৎপাদন

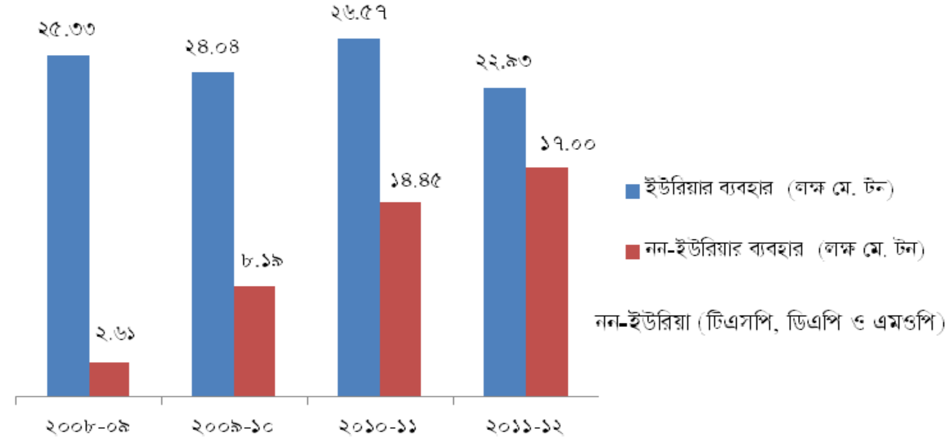


চিত্র: বিগত বছরসমূহে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়ার ব্যবহার